বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০০০

৭ এপ্রিল

জীবন রক্ষায় আমিই দিব নিরাপদ রক্ত

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ ধারা এ্যাড

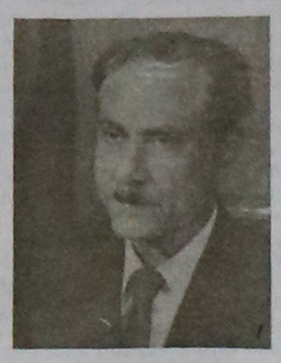

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০০০ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে এবারের নির্বাচিত প্রতিপাদ্য ''জীবন রক্ষায় আমিই দিব নিরাপদ রক্ত '' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সুস্থ জীবন যাপনের জন্য নিরাপদ রক্তের কোন বিকল্প নেই। অপুষ্টিজনিত রক্ত স্বল্পতা, শারীরিক অসুস্থতা, সন্তান জন্মদান, দুর্ঘটনা এবং অস্ত্রোপচারের জন্য অনেক সময় জীবানুমুক্ত রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক মানুষ বছরে একবার স্বেচ্ছায় রক্তদান করলে সকল মুমূর্ষু রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং 'সন্ধানী'র মত সব সরকারী এবং বেসরকারী হাসপাতালে রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পরিসঞ্চালনে মানসম্মত ব্যবস্থা নিশ্চিত হলে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তা সুফল বয়ে আনবে বলে আমি মনে করি।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০০০ এর সর্বাঙ্গিন সাফল্য কামনা করছি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

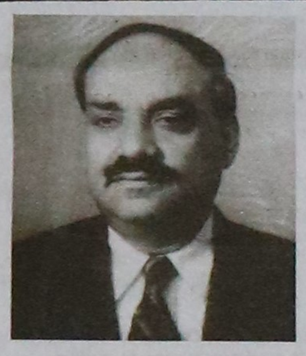

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে প্রতিবছরই ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রিসেন্ট সোসাইট ''জীবন রক্ষায় আমিই দিব নিরাপদ রক্ত '' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী। দেশে বিরাজমান অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রক্তবাহিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগ অন্যতম। স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য সম্মত অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে এসব রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। অন্যদিকে নিরাপদ রক্তের প্রয়োজনীয়তা, রক্তদূষণ জনিত স্বাস্থ্য সমস্যা এবং কিভাবে রক্তকে নিরাপদ রাখা যায় সে সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে নিরাপদ রক্তের প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির সহায়তায় সরকারী হাসপাতালগুলিতে আধুনিক ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং সন্ধানী নিরাপদ রক্ত সরবরাহ করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী হাসপাতাল এবং ক্লিনিকে নিরাপদ রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা সকলের একটি নৈতিক ও মানবিক কর্তব্য।

আর্তের সেবা এবং জীবন রক্ষার্থে স্বেচ্ছায় রক্ত দানের জন্য সর্বস্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। মুমূর্ষু রোগীর জীবন রক্ষার প্রয়োজনে নিরাপদ রক্ত বেছে নেয়া সকলেরই উচিৎ। আসুন, আমরা সবাই নিরাপদ রক্তের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি এবং তা নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট হই।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপক ডাঃ এম আমানউল্লাহ
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচীতে বিসিসি কার্যক্রম

অত্যন্ত সতর্কতা এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা প্রয়োজন। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ ও শিশু এবং সুস্থ ও অসুস্থ নির্বিশেষে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বিসিসি সেবা প্যাকেজ প্রনয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা বর্তমান পঞ্চবার্ষিকীতে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল লাইন ডাইরেক্টরগণের পরামর্শ এবং সহযোগিতায় বিসিসি কার্যক্রম নূতন আঙ্গিক ও কলেবরে জনগোষ্ঠীর মাঝে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া চলছে।

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচীতে বিসিসি কার্যক্রম

মুহঃ আখতারুজ্জামান
পরিচালক আই,ই,এম
ও
লাইন ডাইরেক্টর, বিসিসিইউ

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াগত পূর্নবিণ্যাসের উপর জোর দেয়া হয়েছে। সেলক্ষ্যে সেবার গুনগত মানবৃদ্ধি, চাহিদা মোতাবেক সেবা প্রদান, প্রচলিত সুবিধাদির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানে নিয়োজিত জনশক্তির দক্ষতাবৃদ্ধি, দ্রুত এবং সময়মত কর্মসূচী বাস্তবায়ন, আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় সাধন এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা বর্তমান কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট। স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবাসমূহ সমন্বিত করে জনগণের কাছে পৌছে দেবার জন্য প্রশাসনিক এবং বাস্তবায়ন কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা, মত বিনিময়, কর্মশালা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের কলাকৌশল এবং নীতিমালা প্রনয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জনগণের কাছে গ্রহনযোগ্য, কার্যকর এবং অংশগ্রহন মূলক করে তোলার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রমে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সনাতন সেবাদান পদ্ধতির পরিবর্তন করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করার পদক্ষেপ গ্রহন শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার পূর্ণবিন্যাসে বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচী, ইউনিসেফ, ইউএসএআইডি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, জাপান আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা সংস্থা বিশেষভাবে সহায়তা প্রদান করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে জনগণের জন্য কল্যানকর স্বাস্থ্য ও পঃক সেবার প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মানের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

সুস্থ ও সুন্দর জীবনের লক্ষ্যে রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রন ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং পরিকল্পিত ছোট পরিবার গড়ে তোলার জন্য চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি জনগনের অভ্যাস এবং আচরণে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের চিন্তা ও চেতনায় অনুকূল পরিবর্তন এবং সেবা গ্রহনে উৎসাহিত করার জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আই,ই,এম ইউনিটকে একীভূত করে গঠন করা হয়েছে বিসিসি ইউনিট। রোগ ব্যাধির চিকিৎসা ও প্রতিরোধ এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনে জনগণকে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচারণা, প্রশিক্ষণ, সোসাল মবিলাইজেসন, আই ই সি উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ, গবেষণা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা বিসিসি ইউনিটের অন্যতম কার্যক্রম। বিসিসি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয়, বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত কর্মকর্তা এবং কর্মীগণ নিয়োজিত রয়েছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সাধনপূর্বক চাহিদা নিরূপন, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নির্ধারণ এবং মাধ্যম ও পদ্ধতি নির্বাচন করে বিসিসি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে অবহিত এবং উদ্বুদ্ধ করে সুস্থ, কর্মক্ষম জীবন যাপনে সহায়তা করা বিসিসি কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের কতিপয় কৌশল নিম্নরুপ ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাদান কারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা

- ❑ টেলিভিশন, রেডিও এবং সংবাদপত্রের সর্বাধিক ব্যবহার করা
- ❑ অন্ত এবং আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় জোরদার করা
- ❑ সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে সংগঠিত করে তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা
- ❑ সাধারণ মানুষের পছন্দ অনুযায়ী লোক মাধ্যমে প্রচারণা বৃদ্ধি করা
- ❑ বেসরকারী সংস্থা সমূহের সাথে সমন্বয় সাধন এবং তাদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা
- ❑ উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী বিসিসি উপকরণ প্রস্তুত এবং বিতরণ করা
- ❑ রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা

জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এডভোকেসী সভা আয়োজন করা

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগনের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিসিসি কার্যক্রমের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। চিকিৎসার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য সকল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে পরামর্শদান এবং সঠিক তথ্যাদি আদান প্রদানের মাধ্যমে তাদের অভ্যাস ও আচরণে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবর্তন আনা বিশেষ প্রয়োজন। ভৌগলিক অবস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন কুসংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং দারিদ্রের কারণে সৃষ্ট ও বিদ্যমান অনেক অভ্যাস যা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মোটেই সহায়ক নয়। অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বার্তা এবং তথ্যাদির প্রবাহ অনিয়মিত এবং অপর্যাপ্ত। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের সকল পর্যায় এবং পরিবেশে বিসিসি কার্যক্রমকে শক্তিশালী করে সম্পৃক্ত করার জন্য সকলের আন্তরিকতা ও অংশগ্রহন প্রয়োজন। চিকিৎসার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিসিসি কার্যক্রমকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা হিসেবে চিহ্নিত করে সফল বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। সেবা প্রদানকারীগনকে তাদের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াতে বিসিসি সংক্রান্ত কার্যাবলীকে গুরুত্ব সহকারে অর্ন্তভূক্ত করে নিয়মিত পরিবেশনের উদ্যোগ ব্যবস্থা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানুষের অভ্যাস এবং আচরণ পরিবর্তন করা একটি জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া যা

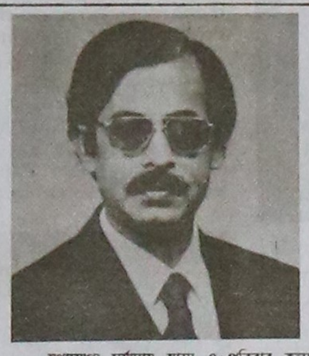

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিপাদ্য ''জীবন রক্ষায় আমিই দিব নিরাপদ রক্ত'' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রক্ত দূষণ জনিত স্বাস্থ্য সমস্যা অনেক ব্যাপক। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এইডস্ রোগের দ্রুত এবং জীবন বিধ্বংসী বিস্তার নিরাপদ রক্তের প্রয়োজনীয়তাকে অধিক বিবেচ্য এবং অনিবার্য করে তুলেছে।

জীবন রক্ষার জন্য রক্ত একটি অতিমূল্যবান উপাদান, যা না হলে জীবন ধারণ মোটেও সম্ভব নয়। মানুষের কিছু ভুল অভ্যাস এবং আচরণের সুযোগ নিয়ে রোগ জীবানু শরীরে প্রবেশ করে আশ্রয় নেয় রক্ত কোষে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে তা অন্যদের মাঝে বিস্তার লাভ করে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং উন্নত চিকিৎসা সুবিধার মাধ্যমে রক্ত বাহিত অনেক রোগ এবং তার ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। সরাসরি রক্তের সংস্পর্শে যেসব রোগজীবানু অন্যদের মাঝে ছড়ায়, যেমন এইডস্, সিফিলিস্, হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটিস-সি, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানে নিরাপদ রক্তের সরবরাহ নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচির সহায়তায় জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল সমূহে নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব আয়োজন দুই হাজার সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বেসরকারী পর্যায়েও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন । একই সাথে জনগণকে রক্তবাহিত রোগ সম্পর্কে সচেতন করে এসব রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য বিসিসি কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। আর্তের সেবা করে মানবিক দায়িত্ব পালন এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য সফলহোক-সেই প্রার্থনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ ফজলুল করিম সেলিম
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

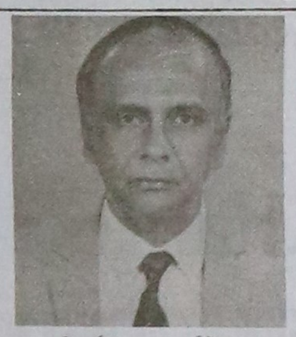

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৭ই এপ্রিল ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সেবার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি, নীতি নির্ধারকদের সমর্থন আদায় এবং সেবা প্রদানকারীদের আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার সুদৃঢ় করতে উৎসাহিত করা দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় নিরাপদ রক্তের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার প্রত্যয় নিয়ে প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে। ''জীবন রক্ষায় আমিই দিব নিরাপদ রক্ত''। আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান রক্ত দুষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যার পটভূমিতে বিষয়টি খুবই বাস্তবধর্মী এবং সময়োপযোগী।

জীবন রক্ষায় নিরাপদ রক্তের কোন বিকল্প নেই। মানুষের চলাফেরা, কাজকর্ম এবং অভ্যাসের কারণে রোগ জীবানু দ্বারা রক্ত সংক্রমিত হলে দেখা দেয় বিভিন্ন রোগ, যার পরিণতি হতে পারে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা এবং অকাল মৃত্যু। চিকিৎসার জন্য রক্ত সঞ্চালনে প্রয়োজনীয় ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি অনুসরণ করা না হলে সেই রক্ত রোগ সংক্রমণ এবং মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পরিসঞ্চালনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে ইতোমধ্যেই কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে নিরাপদ রক্তের চাহিদা বহুলাংশে পূরণ করা সম্ভব হবে। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে নিরাপদ রক্ত সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন সফল হোক-সেই কামনা করছি।

সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

FOREWARD

Safe Blood Starts With Me.
Blood Saves Lives

At the beginning of this new millennium, we should like to ask people everywhere to safeguard their health by caring for that precious life source, their blood. Good nutrition, a clean and healthy lifestyle, proper prevention and early treatment of disease all contribute to healthy blood. We should like to emphasize the importance of managing blood properly, at the individual and at the global level.

Throughout the world, people have generously given their blood to save the life of others, and they continue to do so. We thank all blood donors on behalf of those millions of recipients whose lives have been saved through the gift of blood –a unique gift from one person to another, where the donor hardly ever hears a word of thanks from the recipient. We specially express our gratitude to all voluntary, non-remunerated donors who give their blood on a regular basis, thereby providing the strongest foundation for a safe and sustainable blood supply.

We invite you to reflect on this year's World Health Day slogan,"safe Blood Starts With Me". The global community shares a common life source: blood. The need for voluntary donors is a permanent requirement-blood is used round the clock, year in year out.

We urge you to think carefully about this slogan, "safe Blood Starts With Me". Each one of us can apply this maxim to our own lifestyle and thus contribute to global culture of quality and continuous improvement in critical health related areas.

Dr.Gro Harlem Brundtland
Director- General
World Health Organization

Mr.George Weber
Secretary General
International Federation of
Red Cross & Red Crescent Societies

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০০০ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সুস্থ ও সবল জাতি গঠনে নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের কর্মসূচি এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেনতা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশের জনসাধারণ দারিদ্র্য এবং অসচেতনতার কারণে অপুষ্টি, বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি এবং শারীরিক ও মানসিক সমস্যার শিকার হচ্ছে। অনেকে অকালে মৃত্যুবরণ করছে। এ অবস্থার নিরসনে জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা অপরিহার্য। শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নামিয়ে আনার জন্য সরকারী কর্মসূচিকে সফলভাবে এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ইপিআই কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং মহামারী রোগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের অর্জিত সাফল্যের ধারাকে আরো এগিয়ে নিতে হবে।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। উন্নত জাতি গঠনে দেশের নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সরকার দেশে গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন, স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান, অবকাঠামো নির্মাণ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দেশে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা জাতীয় পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যমান অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০০০ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

বাণী

Safe blood starts with me-Blood saves lives এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের দিনে অত্যন্ত উপযোগী একটি শ্লোগান যা আমাদের মত দেশের জন্য বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এই শ্লোগানে নিজের স্বাস্থ্য, রক্ত নিরাপদ রাখা এবং অপরের প্রয়োজনে নিরাপদ রক্ত দানের অঙ্গীকার ফুটে উঠেছে।

রক্ত একজনের জীবন যেমন বাঁচাতে সাহায্য করে, তেমনি একজনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতেও সাহায্য করতে পারে জীবানুযুক্ত রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সঠিক জাতীয় রক্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করার মাধ্যমে ঐ দেশে নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন নিশ্চিত করেছে। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ছাড়াও এশিয়াতে জাপান, দঃ কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড ও নেপাল সহ বিভিন্ন দেশের নাম বলা যায় যেখানে ঐ দেশের সরকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ ও সরবরাহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ঐ দেশের রেডক্রস বা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উপর অর্পণ করেছে এবং অত্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে ঐ সকল দেশে রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বরঞ্চ আমরা দেখছি, যে সকল দেশে এমনিতর কোন নীতিমালা নেই, সেখানে নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, জনগণের দারিদ্রতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবের কারণেই এদেশে রক্তসরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ় ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। সরকার এ ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে আমরা মনে করি। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি নিরাপদ রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহে শুধু অগ্রণীই নয়, সম্ভবত এক মাত্র প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ঢাকা এবং যশোর দু'টি স্থানে রেড ক্রিসেন্ট ব্লাড ব্যাংক পরিচালনা করছে।অচিরেই সিলেট ও চট্টগ্রামেও রেডক্রিসেন্ট ব্লাড ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করছে। সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের প্রতি বিভাগে একটি করে রেডক্রিসেন্ট ব্লাড সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা দেশে নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের বিশেষ ভূমিকা পালনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। আমি আশা করবো, অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ সরকার অক্ষরে ও মর্মে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিকে দেশে রক্তের চাহিদা পূরণে আরোও বেশী দায়িত্ব ও সহযোগিতা প্রদান করবেন যা দেশে নিরাপদ রক্ত সরবরাহ বৃদ্ধিতে নতুন দিগন্ত উম্মোচিত করবে।

নতুন সহস্রাব্দীতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেয়া ''জীবন রক্ষায় আমিই দিব নিরাপদ রক্ত'' শ্লোগানটি স্বার্থক ও সাফল্যমন্ডিত হোক-এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং জনগণকে এই প্রক্রিয়ায় আরোও সক্রিয় অংশগ্রহণের আহবান জানাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

শেখ কবির হোসেন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

Courtesy :
SMC SOCIAL MARKETING COMPANY
femicon | Nordette 28 | RAJA | Panther | Sensation DOTTED | ORSaline.